দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

042

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রবিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৯৪ : ৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

মেডিক্যাল শিক্ষা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের নানা সমস্যায় ভোগা এদেশে কোনো নতুন খবর নয়। এটা থাকলে ওটা নেই—এ অবস্থা বলতে গেলে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তারও সীমা সম্ভবত ছাড়িয়ে গেছে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ। কলেজটির অভাব অভিযোগের পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যে এটুকু উল্লেখই পর্যাপ্ত যে দীর্ঘদিন ধরে পাঁচজন অধ্যাপকসহ সহযোগী আর সহকারী অধ্যাপকের বারটি পদ শূন্য পড়ে আছে। এই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ দেশের অন্তত দ্বিতীয় প্রধান চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত দুটি প্রতিষ্ঠানের একটি।

এখানেই শেষ নয়, ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক কিংবা ক্লাসে বসার জায়গার টানাটানিও বাদ দেয়া যেতে পারে। তবে রাসায়নিক ও অন্যান্য সামগ্রীর অভাবে শিক্ষার্থীরা যদি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে অক্ষম হয় তাহলে শিক্ষার মান কোথায় দাঁড়ায়? প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রথমত এজন্যে যে চিকিৎসা কেবল পুঁথি-নির্ভর বিদ্যা নয় যে শিক্ষার্থী নিজে পড়ে পার হয়ে যাবে। ব্যবহারিক মূল্যেই এ বিদ্যার সার্থকতা, যা একান্তই অনুশীলন নির্ভর। দ্বিতীয়ত, একজন চিকিৎসকের শিক্ষার উপর কেবল তার জীবনের সাফল্যই নির্ভর করে না, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন। এমন একটি বিষয় নিয়ে হেলা-ফেলার অবকাশ নেই।

একজন চিকিৎসকের হাতে এ যুগে কেবল দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য আর নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে নেই। আমাদের চিকিৎসকদের আন্তর্জাতিক ভূমিকাও এখন আর অবহেলার বিষয় নয়। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয় মর্যাদা এবং অন্য বহুবিধ জাতীয় স্বার্থ। এ দেশে একটি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পাওয়া যে কি দুর্লভ সৌভাগ্য অভিভাবক মাত্রই তা জানেন। আর একই সঙ্গে জানেন সে সুযোগ কাজে খাটানোর কষ্টকর দিকগুলোর কথা। তা এত কাঠখড় পুড়িয়ে একটি পরিবারকে প্রায় নিঃস্ব করে অর্জিত বিদ্যায় যদি এত বড় ফাঁক থেকে যায়, শিক্ষার্থী যদি ন্যূনতম সংখ্যার প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দেখাই না পায়, আমরা কোথায় সান্ত্বনা খুঁজতে পারি? কিংবা শিক্ষার এ হাল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর আমাদের চিকিৎসকদের প্রতি যদি আস্থার অভাব দেখা দেয়, গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থা কোথায় দাঁড়ায়? কাউকে দোষারোপ না করেও হয়ত বলা যায়, আমাদের দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ধরনের বিভ্রাটের খবর প্রায়শই প্রকাশিত হয়, ভুল চিকিৎসার যে সংবাদ বেরোয় তাকে সম্ভবত এইসব অব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

সব শিক্ষার আয়োজনই পূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত। আর চিকিৎসার মত বিষয়ে আয়োজনে অপূর্ণতার প্রশ্নই আসতে পারে না। সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাকে দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হয়। আমরা বিষয়টির প্রতি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আশু প্রতিকার দাবী করছি। একই সঙ্গে এ উদ্বেগ চেপে রাখাও দুষ্কর যে সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজেই যদি এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব সম্ভব হয়ে থাকে, তবে দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজগুলো কোথায় পৌঁছেছে। আমরা মনে করি, বৃহত্তর জনস্বার্থে দেশের সব ক'টি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিকার দরকার।